SCBA bars AL lawyers from May polls

STAFF CORRESPONDENT

The Supreme Court Bar Association has decided not to allow pro-Awami League lawyers to contest its upcoming annual election, scheduled for May 13 and 14, citing the ban on the party's activities under the Anti-Terrorism (Amendment) Act, 2025.

The decision came at an extraordinary general meeting of the SCBA members at its South Hall on Sunday afternoon.

SCBA Senior Vice-President Humayun Kabir Manju, a pro-BNP lawyer, presided over the meeting, where around 300 lawyers were present.

Most of the meeting's attendees were supporters of the BNP and Jamaat-e-Islami, SCBA sources said.

SCBA Secretary Mahfuzur Rahman Milon, who conducted the meeting, told The Daily Star yesterday that around 100 members had earlier requested the bar

SEE PAGE 10 COL 4

Tawhid Hridoy and Shamim Hossain celebrate with a fist bump during their decisive unbeaten partnership as Bangladesh pulled off their highest successful T20I chase at home, beating New Zealand by six wickets with two overs to spare in the three-match series opener in Chattogram yesterday.

PHOTO: BCB

Muggers in disguise killed the customs official, says Rab

STAR REPORT

They lay in wait near a bus stop in Cumilla after midnight, posing as a CNG-run auto-rickshaw driver and passengers, watching for a lone traveller.

When customs official Bullet Bairagi got off a bus late on April 24, investigators said, they had found their target. Offering him a ride, they persuaded him to board the vehicle. He had little reason to suspect the journey would end in violence.

Once the auto-rickshaw headed towards a secluded area, the gang attempted to rob him. A scuffle broke out as he resisted, during which they threw him from the moving vehicle onto the footpath beside Irish Hill Hotel in Kotbari, causing severe head injuries. He died on the spot from excessive bleeding, investigators said.

The Rapid Action Battalion disclosed the details yesterday after arresting five suspects in connection with the killing.

At a press conference at the Rab Media Centre in

SEE PAGE 10 COL 1

Delhi names new envoy to Dhaka

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Dinesh Trivedi

India has named Bharatiya Janata Party (BJP) leader Dinesh Trivedi as its next high commissioner to Bangladesh.

The Indian Ministry of External Affairs made the announcement yesterday, stating that the 75-year-old veteran politician is expected to assume his new role shortly.

The appointment is a rare instance of

SEE PAGE 10 COL 1

Ex-owners seek to reclaim SIBL

STAR REPORT

Five sponsor shareholders and former directors of Social Islami Bank PLC (SIBL) have applied to Bangladesh Bank to regain control of the Shariah-based lender, which was merged with four others into a single state-owned entity under the Bank Resolution Ordinance, 2025.

The application, submitted yesterday and seen by The Daily Star, cites section 18(ka) of the Bank Resolution Act, 2026, which allows former owners to reclaim merged banks.

Parliament passed the act by amending the ordinance just over two weeks ago, enabling former owners to regain control by paying 7.5 percent upfront of the government or Bangladesh Bank's injected funds.

The remaining 92.5 percent is repayable within two years at 10 percent simple interest, according to the amended law.

The amendment has drawn sharp criticism. Critics say the new

SEE PAGE 7 COL 8

Load shedding to ease next week

Energy minister says full solution still distant

UNB

Power outages will not cease immediately but will ease considerably from next week, said Energy Minister Iqbal Hassan Mahmood yesterday.

At present, load shedding stands at 1,200 to 1,500 megawatts, which will drop to 800 to 900MW next week, he said at the 'Fourth Bangladesh-China Renewable Energy Forum' organised by the Centre for Policy Dialogue (CPD).

SEE PAGE 7 COL 5

Third Terminal opening delayed to early 2027

Biman won't have monopoly over ground handling

RASHIDUL HASAN

People will have to wait until early next year to use the Third Terminal at the Dhaka airport, as the authorities are yet to reach an agreement with a Japanese consortium and complete Operation Readiness and Airport Transfer (ORAT).

"The signing of the agreement will take at least three months from now. This will be followed by a test run called

SEE PAGE 7 COL 1

ADVERTISEMENT

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৬

'সরকারি খরচে বিরোধ শেষ, সবার আগে বাংলাদেশ'

লিগ্যাল এইড

ন্যায়বিচার নাগরিকের দোরগোড়ায়

মোঃ আসাদুজ্জামান, এমপি
মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোঃ আসাদুজ্জামান

একটি পারিবারিক বিরোধ, যা সহজেই দীর্ঘমেয়াদি মামলায় রূপ নিতে পারত— তা সময়, অর্থ ও মানসিক চাপের ভারে জর্জরিত হওয়ার আগেই লিগ্যাল এইড অফিসের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যাচ্ছে। — আইনমন্ত্রী

আইনের সমান অধিকার একজন নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হলেও সমাজের নানা বৈষম্য ও বাস্তব সীমাবদ্ধতা প্রায়ই সেই অধিকার পাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে লিগ্যাল এইড কার্যক্রম আজ এক নতুন মাত্রা অর্জন করেছে। এটি আজ শুধু একটি নীতিগত ধারণা নয়, বরং ন্যায়বিচারকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার এক বাস্তব ও শক্তিশালী মাধ্যম।

শুধু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কেউ যেন আইনের আশ্রয় লাভ থেকে বঞ্চিত না হন, এই প্রয়োজনীয়তা প্রথম গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তাঁরই সুদৃঢ় নেতৃত্বে ১৯৯৪ সালের ৬ জানুয়ারি সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'লিগ্যাল এইড ফান্ড' গঠিত হয় এবং দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনি সহায়তা প্রদানের ঐতিহাসিক পথচলা শুরু হয়। পরে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' প্রণয়নের মাধ্যমে এই কার্যক্রম একটি সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে।

জনগণের সাংবিধানিক অধিকার সমুন্নত রাখতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আইনগত সহায়তা কার্যক্রমকে আরও কার্যকর, গতিশীল ও জনমুখী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে 'আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০২৬' শীর্ষক বিল পাস হয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে 'বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর'-এ উন্নীত করা হয়েছে। এই রূপান্তরের ফলে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমে যেমন নজিরবিহীন গতি সঞ্চার হয়েছে, তেমনি এর কার্যপরিধি ও সক্ষমতাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান সরকার ন্যায়পরায়ণতার অগ্রযাত্রায় জুলাই যোদ্ধা ও জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য এবং গুম হওয়া ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের আইনগত অধিকার সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা যেন তাঁদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে বাধা না হয়, সে লক্ষ্যে সরকার তাঁদের আইনগত সহায়তা পাওয়ার বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। আজ লিগ্যাল এইড কেবল বিনা মূল্যে আইনি সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে একটি মানবিক ও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তিকে 'ডিক্রির' মর্যাদা প্রদান করে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে আরও সহজ ও ফলপ্রসূ করা হয়েছে। এর ফলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী, শিশু, শ্রমজীবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষ সরকারি খরচে এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন।

একটি পারিবারিক বিরোধ, যা সহজেই দীর্ঘমেয়াদি মামলায় রূপ নিতে পারত—তা সময়, অর্থ ও মানসিক চাপের ভারে জর্জরিত হওয়ার আগেই লিগ্যাল এইড অফিসের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যাচ্ছে। এর ফলে আদালতের দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া এড়িয়ে সম্মান ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বিরোধের অবসান ঘটছে।

এ বছর লিগ্যাল এইড দিবসের প্রতিপাদ্য, 'সরকারি খরচে বিরোধ শেষ, সবার আগে বাংলাদেশ' আমাদের সফলতারই এক বাস্তব প্রতিফলন। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশের ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ও সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২০০৯ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ৪ লাখ ৬২ হাজারের বেশি মামলায় আইনি সহায়তা পেয়েছেন। কেবল ২০২৫ সালেই ৪১ হাজারের বেশি মানুষ এ সেবা নিয়েছেন এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে প্রায় ৮৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। গত দেড় যুগের বেশি সময়ে ১৪ লক্ষাধিক মানুষ লিগ্যাল এইডের আওতায় সেবা পেয়েছেন। এই অর্জনকে আরও বেগবান করতে আমরা প্রতিটি জেলায় স্থায়ী মধ্যস্থতা কেন্দ্র গড়ে তুলছি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দিচ্ছি। জাতীয় লিগ্যাল এইড হেল্পলাইন ১৬৬৯৯-এর মাধ্যমে ২ লক্ষাধিক মানুষ আইনি তথ্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

এই অগ্রগতিকে আরও বেগবান করতে সরকার সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পারিবারিক ও আপসযোগ্য বিরোধে আদালতে যাওয়ার আগেই মামলাপূর্ব বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে স্থায়ী মধ্যস্থতা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যার পাইলট কার্যক্রম ইতিমধ্যে ২০টি জেলায় চলমান। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও হেল্পলাইন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি বাজেট ও জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিদপ্তরকে আরও শক্তিশালী করা হবে। 'সবার আগে বাংলাদেশ'— এই অঙ্গীকার সামনে রেখে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে আমাদের এই অগ্রযাত্রা নিরন্তর অব্যাহত থাকবে।

আপন ঠিকানায় ফিরলেন বিদেশিনী

লিগ্যাল এইডের আশ্রয়

মো. জুলহাস উদ্দিন

প্রেমের টানে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে ছুটে এসেছেন সারতিনাহ। সুদূর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তার বাসিন্দা তিনি। এর আগে ভাগ্যের অন্বেষণে তিনি গিয়েছিলেন কাতার। সেখানেই পরিচয় বাংলাদেশের সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ফরিদপুরের স্থায়ী বাসিন্দা শিপন আহমদের সঙ্গে। সেই পরিচয় রূপ নেয় প্রণয়ে। ভালোবাসার টানে নিজের দেশ ও পরিবার ছেড়ে গত বছর বাংলাদেশে চলে আসেন এই ইন্দোনেশীয় নারী। ২০২৫ সালের ১ জুলাই স্থানীয় রীতিতে (মৌখিকভাবে) শিপনের সঙ্গে তাঁর বিয়েও হয়। কিন্তু সুখের সেই সংসার স্থায়ী হয়নি। আট মাস কাটতে না কাটতেই গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শিপন দ্বিতীয় বিয়ে করলে ভেঙে পড়ে সারতিনাহর সাজানো স্বপ্ন।

ভাষা না–জানা এক ভিনদেশি নারীর অসহায়ত্বের গল্পটি শুরু হয় সেখান থেকেই। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঝগড়া-বিবাদের একপর্যায়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। বাসে করে চলে আসেন সিলেট শহরে। ভাষা বলতে পারেন কেবল ইন্দোনেশীয় আর আরবি। হাতের মুঠোফোনটিও অকেজো। সারা দিন বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে অবশেষে আদালত পুলিশের মাধ্যমে তিনি বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছান সিলেট জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে।

সারতিনাহর এই চরম অসহায়ত্ব দেখে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার তাঁকে তাৎক্ষণিক মহিলা ও শিশু–কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসনকেন্দ্র (সেফ হোম), বাগবাড়ী, সিলেটে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। শুরু হয় তাঁর আইনি ও কূটনৈতিক অধিকার আদায়ের লড়াই। আদালতের নির্দেশে এবং প্রবেশন অফিসার মো. তমির হোসেন চৌধুরীর মাধ্যমে ১৯ ফেব্রুয়ারি যোগাযোগ করা হয় ঢাকার ইন্দোনেশীয় দূতাবাসে। দেশটির রাষ্ট্রদূত মুঠোফোনের মাধ্যমে সারতিনাহর সঙ্গে কথা বলেন। ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও লিগ্যাল এইড অফিসের বিশেষ তৎপরতায় দূতাবাসের দুজন প্রতিনিধিদের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়।

শেষ পর্যন্ত লিগ্যাল এইডের মধ্যস্থতায় বিষয়টি একটি মানবিক পরিণতি পায়। ২২ ফেব্রুয়ারি দূতাবাসের প্রতিনিধি ও শিপনের পরিবারের উপস্থিতিতে একটি আপসনামা স্বাক্ষরিত হয়। দেনমোহর ও যাতায়াত খরচ বাবদ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা সারতিনাহকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরে শিপনের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ২০ হাজার টাকা মওকুফও করা হয়। যে ভালোবাসা তাঁকে নিঃস্ব করে পথে বসিয়েছিল, লিগ্যাল এইডের হস্তক্ষেপে অন্তত সেই ভিনদেশি নারী ফিরে পেলেন তাঁর মানবিক মর্যাদা ও দেশে ফেরার পাথেয়। এই মানবিক উদ্যোগের জন্য ইন্দোনেশীয় দূতাবাস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

লেখক: জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সিভিল জজ), সিলেট।

সম্প্রতি সিলেট কার্যালয়ে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকের মধ্যে সমঝোতা। ছবি: ডিবিএলএ

মানসিক ভারসাম্যহীন কারাবন্দী ফিরে পেলেন স্বজন

নুসরাত জাহান জিনিয়া

উত্তম কুমার (৪০) মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ। মাঝেমধ্যেই ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ছিল তাঁর রোগ। পরিবার শিকল দিয়ে বেঁধেও তাঁকে আটকে রাখতে পারত না। তেমনই এক ভোরে ঘর ছেড়ে বের হয়ে পথ ভুলে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়েন ভারতে। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর যন্ত্রণার দীর্ঘ এক অধ্যায়। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে মার খেয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) হয়ে যখন পুলিশের কাছে পৌঁছান, তখন তিনি নিজের নাম-ঠিকানাও ঠিকমতো বলতে পারছিলেন না।

পুলিশের কাছে দেওয়া অসংলগ্ন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৭৩ সালের পাসপোর্ট আইনে মামলা দিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। নথিতে তাঁর ঠিকানা লেখা হয় ভারতের। কিন্তু মাস তিনেক পর আদালতে এসে তিনি হঠাৎ নিজেকে বাংলাদেশি নাগরিক বলে দাবি করেন। তাঁর কোনো আইনজীবী ছিল না, ছিল না পরিচয় প্রমাণের উপায়। আদালত বিষয়টি আমলে নিয়ে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, কুমিল্লাকে আইনি সহায়তার নির্দেশ দেন।

লিগ্যাল এইড অফিসের প্যানেল আইনজীবী তাৎক্ষণিক তাঁর জামিনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিপত্তি বাধে কারাফটকে। নথিতে 'ভারতীয় ঠিকানা' থাকায় কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দিতে পারছিল না। হাল ছাড়েননি লিগ্যাল এইডের প্যারালিগ্যাল সদস্যরা। তাঁরা তখন কারা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কারাগারে গিয়ে বন্দীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপে উত্তমের পরিবারের সঠিক সন্ধান পান।

২০২৫ সালের ২২ ডিসেম্বর উত্তমের পরিবারের জন্য ছিল এক উৎসবের দিন। লিগ্যাল এইড অফিসের চেষ্টায় উত্তমের স্বজনেরা কারাগারে পৌঁছান। দীর্ঘদিনের 'নিখোঁজ' সন্তানকে ফিরে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন মা। বর্তমানে উত্তম তাঁর পরিবারের সঙ্গে নিজ বাড়িতে রয়েছেন। শুধু একটি আইনি সংস্থা নয়, লিগ্যাল এইড এভাবে ছিন্নমূল মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে।

লেখক: জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সিভিল জজ), কুমিল্লা।

বিরোধ মিটিয়ে এক হলেন তিন ভাই

সাইমুন আল ইসলাম

নেত্রকোনায় একই থালায় ভাত খেয়ে বড় হওয়া তিন ভাই—মো. আমিনুল ইসলাম, মো. মজনুল আমিন ও মো. আবদুল কাদির। কিন্তু বাবার রেখে যাওয়া ২৪ শতাংশ জমি যেন তাঁদের ভ্রাতৃত্বের মধ্যে তুলে দিয়েছিল চীনের মহাপ্রাচীর। পৈতৃক ভিটার সীমানা নিয়ে বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সম্পর্কের তিক্ততা গড়ায় আদালত পর্যন্ত। বড় ভাই আমিনুল ইসলাম নিজের দুই ভাই ও ভাতিজা মো. ইলিয়াস হোসেন জয়ের বিরুদ্ধে 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩'–এ মামলা করেন।

মামলাটি গত বছরের ২০ জুলাই আদালতের নির্দেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নেত্রকোনা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে আসে। শুরুতেই দুই পক্ষ ছিল অনড়। সাপে-নেউলে সম্পর্ক তৈরি হওয়া এই তিন ভাইকে এক টেবিলে বসানো ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। তবু বারবার তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়—জমির চেয়ে রক্তের সম্পর্কের মূল্য অনেক বেশি।

কয়েক দফা বৈঠকের পর বরফ গলতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত হয়, বিশেষজ্ঞ কমিশনারের মাধ্যমে জমি মেপে ঘরবাড়ি যে অবস্থায় আছে, সে অনুযায়ী ন্যায্য বণ্টন হবে। মাঝপথে আবারও কিছু ভুল–বোঝাবুঝি তৈরি হলেও দমে যায়নি লিগ্যাল এইড কর্তৃপক্ষ। পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করে এবং স্থানীয় গণ্যমান্যদের উপস্থিতিতে গত ৯ মার্চ সরেজমিনে জমি পরিমাপ করে সীমানা চিহ্নিত করা হয়।

গত ৩০ মার্চ ২০২৬ লিগ্যাল এইড অফিসে এসে তিন ভাই যখন হাসিমুখে আপসনামায় সই করেন। দীর্ঘদিনের বৈরিতা তখন ধুলায় মিশে যায়। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নয়, বরং লিগ্যাল এইডের মধ্যস্থতায় কয়েক দশকের পারিবারিক বিরোধের অবসান ঘটে। এটি কেবল একটি মামলা নিষ্পত্তি নয়, এটি ভেঙে যাওয়া একটি পরিবারকে জোড়া দেওয়ার গল্প।

সব মিলিয়ে এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, লিগ্যাল এইড কেবল আইনি সহায়তা নয়, বরং সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা পৌঁছে দেওয়ার এক বাতিঘর।

লেখক: জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সিভিল জজ), নেত্রকোনা।

বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ওয়েবসাইট: www.dbla.gov.bd